Bengali Honours
Semister – II
202-BNGH-C-4

বাংলা ছন্দ

'ছন্দ' নিয়ে আজ তৃতীয় ক্লাস। প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম — ছন্দের সাধারণ পরিচয়, ছন্দের পরিভাষা 'দল' ও 'মাত্রা' নিয়ে। দ্বিতীয় ক্লাসে 'যতি', 'ছেদ', পর্ব, নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আরও কয়েকটি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব।

পঙক্তি

সাধারণভাবে আমরা যাকে 'Line' বা 'সারি' বলি কবিতায় তাকেই বলে 'পঙক্তি'। তবে প্রকৃত পরিচয়ে 'সারি' ও 'পঙক্তি' এক নয়। কবিতা পাঠ বা আবৃত্তির সময় যদি স্পষ্ট কোন বিরতি ঘটে তাকে বলা 'পূর্ণযতি'। কবিতার শুরু থেকে প্রথম 'পূর্ণযতি' পর্যন্ত বা দুটি 'পূর্ণযতি'র মধ্যবর্তী যে ধ্বনিপ্রবাহ তাকে 'পঙক্তি' বলে।

'পঙক্তি'কে (Verse) কখনো কখনো 'ছত্র' বা written line বা লিখিত সারির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 'ছত্র' হল লিখিত সারি — তাই আভিধানিক অর্থে সমার্থক ইঙ্গিত থাকলেও ছন্দের পরিভাষায় 'পঙক্তি' এবং 'ছত্র' স্বতন্ত্র।

উদাহরণ —

'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূণ্য হাত — I
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।' I

উপরের উধৃতিটিতে 'ছত্র' বা লিখিত সারি আছে চারটি ; কিন্তু পঙক্তি আছে দুটি। অর্থাৎ 'ছত্র' ও 'পঙক্তি' আভিধানিক অর্থে সমার্থক হলেও ছন্দের শর্তে স্বতন্ত্র পরিভাষা।

চরণ

আমরা সাধারণ পরিচয়ে গদ্যে যাকে বলি 'বাক্য' কবিতায় তা-ই 'চরণ'। অর্থগত দিক থেকে 'পূর্ণচ্ছেদ' পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে 'ছন্দযতি'র দিক থেকে 'চরণ' বলা হয়। যেমন

'এ জগতে হায় / সেই বেশি চায় / আছে যার ভুরি / ভুরি ⊥
রাজার হস্ত / করে সমস্ত / কাঙালের ধন / চুরি //

- ওপরের উদ্ধৃতিটির 'চরণ' সংখ্যা দুই। প্রতি 'চরণে'র 'পর্ব' সংখ্যা চার এবং দুটি 'পদ' বিদ্যমান।

স্তবক

সাধারণ পরিচয়ে আমরা গদ্যে যাকে অনুচ্ছেদ বলি কবিতায় তাকেই বলে 'স্তবক'। একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক এক বা একাধিক 'চরণ' সমন্বিত রূপকে 'স্তবক' বলে। কবিতার সামগ্রিক ভাবপ্রকাশে ছন্দবোধের সঙ্গে অর্থবোধকে মিলিয়ে সুষমা সৃষ্টিতে মুখ্যভূমিকা পালন করে 'স্তবক'। যেমন -

বাবরের প্রার্থনা

শঙ্খ ঘোষ

'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূণ্য হাত —
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয় !
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা ! ...'

প্রসঙ্গত, 'স্তবকে'র মধ্যে ভাবের দিক লক্ষ্য করে গঠিত পদ্য সংরূপ 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। এই শৈলীতে দুটি স্তবক থাকে। প্রথম স্তবকে আটটি ছত্র এবং দ্বিতীয় স্তবকে ছয়টি ছত্র থাকে। আসলে এই 'সনেট'র শৈলীতে স্তবককে গুরুত্ব দিয়ে কবিতার ভাবপ্রবাহকে প্রকাশ করা হয়।

লয়

কবিতা আবৃত্তির সময় যে সুরের প্রবাহ চলে — যা কবিতাটিতে শ্রুতি সৌন্দর্য্য ও অর্থ সুষমার উপলব্ধি ঘটায়, তাকে 'লয়' বলে। 'লয়' মূলত সংগীতের পরিভাষা। সংগীতে সুরের চলন ভঙ্গীমায় 'লয়' সৃষ্টি হয় এবং ধ্বনি স্পন্দনের সূচনা করে 'তাল'।

' লয়ে'র শ্রেণিবিভাগঃ

সুরের প্রাবাল্য বা লয়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় —

ক) দ্রুত লয় — সুরের প্রাবাল্য স্বল্প বা নেই।
খ) মধ্যম লয় — সুরের প্রাবাল্য মধ্যম প্রকৃতির।
গ) ধীর লয় — সুরের প্রাবাল্য দীর্ঘ বা ধীর।

উদাহরণ —

'দ্যাখো দ্যাখো~ আজকে যেন~
শ্রাবণ পূর্ণিমায়~
সোনার থালা~ আটকে আছে~
নীল আকাশের~ গায়'~|

- উদ্ধৃতিটিতে 'লয়ে'র প্রকৃতি অত্যন্ত দ্রুত।

'আকাশে ছড়ায়~ পূর্ণচাঁদের বাণী~
শ্রাবণ-রাত্রি~ হাসে~
দেখে মনে হয়~, স্বর্ণপাত্রখানি~
নীল সমুদ্রে~ ভাসে'~|

- উদ্ধৃতিটিতে 'লয়ে'র প্রকৃতি মধ্যম বা বিলম্বিত।

দ্যাখো ওই পূর্ণচন্দ্র~ শ্রাবণ-আকাশে'~
স্বর্ণের পাত্রটি যেন~ শূণ্য 'পরে ভাসে'~|

- উদ্ধৃতিটিতে 'লয়ে'র প্রকৃতি ধীর।

ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'লয়'কে ছন্দের পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং বাংলা ছন্দের গতিক্রমকে 'লয়' ধারণার উপর প্রতিষ্ঠা দিয়ে সংযুক্ত করেছেন —

ক) তানপ্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দ — ধীর লয়।

খ) ধ্বনিপ্রধান বা সরলবৃত্ত ছন্দ — বিলম্বিত বা মধ্যম লয়।

গ) শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলবৃত্ত ছন্দ — দ্রুত লয়।

প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত

কবিতার ধ্বনিসুষমা সৃষ্টিতে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে 'প্রস্বর' বা শ্বাসাঘাত' বা 'বল'। কবিতা পাঠকালে পর্বের আদিতে বা মাঝে প্রবল শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর থাকতে পারে। তবে এই প্রস্বর বলযুক্ত বা আয়াসসাধ্য এবং বলহীন বা আয়াসহীন ভাবেও হতে পারে। যেমন —

'আ´তাগাছে / তো´তা পাখি / ডা´লিম গাছে / মৌ´

এ´তডাকি / ত´বু কথা / ক´ও না কেন / বৌ' ´ / /

এই বলযুক্ত প্রস্বরকে রেফ্ সদৃশ চিহ্ন দিয়ে নির্দেশিত করা হয়, তবে বলহীন প্রস্বরকে কোনও চিহ্নে নির্দেশিত করা হয় না। তবে বলহীন প্রস্বরের ভূমিকা হল পর্বের প্রারম্ভে অবস্থান করে 'যতি' বিভাগকে সূচিত করা।

পদ

মধ্য যতি বা অর্ধ যতি দ্বারা নির্দিষ্ট খণ্ডিত ধ্বনি প্রবাহকে 'পদ' বলে। অর্থাৎ কবিতার শুরু থেকে প্রথম মধ্য যতি বা শেষ মধ্য যতি থেকে পূর্ণ যতি পর্যন্ত খণ্ডিত ধ্বনি প্রবাহ হল 'পদ'।

'পদে'র চিহ্ন উল্টানো ইংরেজি 'T' বর্ণমালা সদৃশ। যেমন —

'প্রেয়সি নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে T
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ পরে
শিশিরের মতো রবে'

আধুনিক যুগের অনেক কবি এবং ছান্দসিক পদের ব্যবহারকে গুরুত্ব দেননি। তাই দেখা যায় প্রাচীন বা মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে 'পদ' নিয়ে গড়ে ওঠা 'দ্বিপদী' বা 'ত্রিপদী' বা 'চৌপদী' ছন্দবন্ধ আধুনিক কবিতায় প্রায় অবলুপ্ত। আধুনিক কবিতায় 'পদে'র পরিবর্তে 'চরণ' পরিভাষাটি প্রাধান্য পেয়েছে। বলা যায় 'পদ'কে 'চরণ' স্বীকরণ করে নিয়েছে।

বাংলা ছন্দের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা শেষ হল। এই পরিভাষাগুলিকে বিভিন্ন কবিতা থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে বুঝে নিতে হবে। এই পরিভাষাগুলিকে সঠিকভাবে বুঝে না নইলে 'ছন্দ' নিয়ে কোনকিছু বোঝা যাবে না।

আগামী ক্লাসে বাংলা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করব।